দৈনিক জনকণ্ঠ

155

তারিখ MAY 5 1999
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৮

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন বাসে বোমা হামলা

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবহনের বাসে দুষ্কৃতকারীরা মঙ্গলবার ধানমন্ডি ১৫ নম্বর সড়কে বোমা হামলা করেছে। বোমা হামলায় বাসের হেলপার ও ড্রাইভার মারাত্মক আহত হয়েছে। ছাত্রলীগ এ ঘটনার জন্য ছাত্রদলকে দায়ী করে ক্যাম্পাসে প্রতিবাদ মিছিল-সমাবেশ

(শেষ পৃষ্ঠা ৪-এর কঃ দেখুন)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের

(প্রথম পাতার পর)

করেছে।

গতকাল সকাল ৮টা ৪৫ মিনিটে বিশ্ববিদ্যালয় পরিবহনের গাড়ি তরঙ্গ (ঢাকা মেট্রো চ-৬২২৭) ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে ক্যাম্পাসে আসছিল। ধানমন্ডি ১৫ নম্বর সড়কের স্ট্যান্ডের কাছে একটি রিক্সা বাসের সামনে চলতে থাকে। বাসের ড্রাইভার বার বার হর্ন দেয়া সত্ত্বেও রিক্সাটি সাইড দেয় না। রিক্সাটি একটু সাইড দেয় আবার বাসের সামনে এসে পড়ে। এ রকম করতে করতে এক পর্যায়ে রিক্সাটিতে বাসের ধাক্কা লাগে। বাসটি থেমে যায়। এ সময় রিক্সার যাত্রী নেমে বাসের ড্রাইভার ও হেলপারের সঙ্গে বাকবিতণ্ডা শুরু করে। এক পর্যায়ে রিক্সার ঐ যাত্রী বাসে দু'টি বোমা নিক্ষেপ করে দৌড়ে পালিয়ে যায়। বোমা বিস্ফোরণের ফলে ড্রাইভার মামুন এবং হেলপার ইব্রাহিম মারাত্মক আহত হয়। তারা ঢাকা মেডিক্যালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। পূর্ব পরিকল্পনা নিয়েই বাসে এই বোমা হামলা করেছে বলে বাসে অবস্থানরত ছাত্রছাত্রীরা ধারণা করছে। এদিকে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন মহলের ধারণা, ছাত্রদলের ধর্মঘট সত্ত্বেও ক্যাম্পাসে পরীক্ষা নেয়ার ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে ছাত্রদলই এই ঘটনা ঘটিয়েছে।

ছাত্রলীগ এই ঘটনার প্রতিবাদে গতকাল ক্যাম্পসে মিছিল-সমাবেশ করেছে। সমাবেশে বক্তৃতা করেন বাহাদুর বেপারী, অজয়কর খোকন, সাজ্জাদ হোসেন, একেএম আজিম, টুটুল প্রমুখ। সমাবেশে ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক অজয়কর খোকন ঘটনার জন্য ছাত্রদলকে দায়ী করে বলেছেন, 'ভবিষ্যতে যদি এ ধরনের কোন ষড়যন্ত্র ও ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড করে তাহলে সাধারণ ছাত্রদের সাথে নিয়ে ছাত্রদলকে ক্যাম্পাসে প্রতিরোধ করা হবে।'

ফজলুল হক হলে বহিরাগত গ্রেফতার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলে পুলিশ গত সোমবার শেষ রাতে তল্লাশি চালিয়ে একজন বহিরাগত ও এক বুয়েট ছাত্রকে গ্রেফতার করেছে। পুলিশের তল্লাশি চালানোর সময় ৮/১০ জন বহিরাগত হলের দোতলা থেকে লাফিয়ে পড়ে পালিয়ে গেছে।

সোমবার রাত সাড়ে চারটার দিকে পুলিশের বিশেষ দল হল ঘিরে ফেলে এবং সকাল পাঁচটার দিকে তল্লাশি শুরু করে। পুলিশ হলের ৩০০৬ নম্বর কক্ষ থেকে সুবোধ চন্দ্র বিশ্বাস নামে এক বহিরাগত এবং সোহরাব হোসেন নামে এক বুয়েট ছাত্রকে গ্রেফতার করেছে। উল্লেখ্য, বুয়েট বন্ধ ঘোষণা এবং ছাত্রছাত্রীদের হল ত্যাগের নির্দেশ দেয়ার পর কয়েক শ' বুয়েট ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে বন্ধু-বান্ধবদের নিকট আশ্রয় নিয়েছে। প্রক্টর অধ্যাপক ডঃ একেএম নূর-উন-নবী বলেছেন, 'সব হলেই ধারাবাহিকভাবে তল্লাশি চলবে। এক হলের ছাত্র অন্য হলে থাকলে তাকেও গ্রেফতার করা হবে। যদি কারও নিজ হলে থাকতে সমস্যা হয় তবে কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে। কর্তৃপক্ষ তার থাকার ব্যবস্থা করবে। যে কোন মূল্যেই হোক স্ব-স্ব হলে ছাত্রদের থাকার ব্যবস্থা করা হচ্ছে এবং কোনক্রমে কোন হলে বহিরাগত অবস্থান করতে পারবে না। প্রয়োজনে দু'একদিন পরপর পুলিশী তল্লাশি অব্যাহত থাকবে।

সূর্যসেন হলের ছাত্রদের মিছিল সমাবেশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্যসেন হলের ছাত্র সেলিমের ওপর হামলার প্রতিবাদ করার কারণে হলের সাধারণ ছাত্রদের প্রাণনাশের হুমকি দিচ্ছে জাকির গং। এ কারণে হলের আবাসিক ছাত্ররা তাদের জীবনের নিরাপত্তা দাবি করে গতকাল মঙ্গলবার ক্যাম্পাসে মিছিল-সমাবেশ করেছে। ছাত্ররা একই দাবিতে উপাচার্য, উপ-উপাচার্য এবং প্রক্টরের নিকট স্মারকলিপি প্রদান করেছে।

সাধারণ ছাত্ররা প্রক্টরের নিকট অভিযোগ করেছে–'জাকির গং নিউমার্কেট, বেকার চত্বর, নীলক্ষেত, কাটাবন এবং আজিজ সুপার মার্কেট এলাকায় ঘুরে বেড়ায় এবং সেখান থেকে হুমকি দিচ্ছে।' প্রক্টর অভিযোগ পেয়ে পুলিশকে জানিয়ে দিয়েছে এবং ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বলেছে। ছাত্ররা এ বিষয়ে গঠিত তদন্ত কমিটির কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন জানিয়েছে।

রাজধানীর ধানমণ্ডিতে ঢাকা ভার্সিটি বাসের হেলপার ইব্রাহিম গাজী –জনকণ্ঠ